জুলেখা গোছল করছে জানার পর খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার বাসার পেছনে চলে এলো মিজান। বসন্ত আসছে। বাগানে টিউলিপ উঠছে। নায়লার লাগানো টিউলিপ। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। তার ভাবতেও কষ্ট হয় নায়লা আর নেই। নায়লার সাধের বাড়ীতে এখন জুলেখার বাস। নায়লা যদি কোনভাবে জানতে পারত মিজান তার মৃত্যুর পর এক তরুণীকে নিয়ে আবার সংসার করবে, সে কি খুব রাগ করত? নায়লার শেষ দিনগুলোতে মিজান শুধু চেষ্টা করেছে তাকে নানান ধরণের উপহারে ভরিয়ে দিতে। নানা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেছে, তাবৎ রেস্টুরেন্টে খেয়েছে – নায়লার মন থেকে সব অসুখ সংক্রান্ত উদ্বেগ সে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। মাথা ঝাঁকিয়ে নায়লার চিন্তা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে মিজান। কি লাভ? যতদিন সে বেঁচে ছিল মিজান তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। কিন্তু সে চলে যাবার পর নিঃসঙ্গতা তাকে গ্রাস করে। সে একা থাকতে চায় না। তার মনে হয় এই বাড়ী তাকে নিঃশব্দে গ্রাস করবে।

দক্ষিণের মাঠে বিশাল একটা পাইন গাছ ভেঙ্গে পড়ে ছিল, অনেক দিন আগেই খেয়াল করেছে মিজান। তার কাছে যন্ত্রপাতি সব আছে, কিন্তু এতো বড় একটা গাছ একা একা কেটে সরানোর মত ইচ্ছাশক্তি তার নেই। মাইক নামে একটা শ্বেতাঙ্গ হ্যান্ডিম্যান আছে, ঘর সংসার বলে কিছু নেই। বেসমেন্টে রুম ভাড়া করে থাকে। অধিকাংশ সময় মদ খেয়ে চুর হয়ে পড়ে থাকে। যখন ভালো থাকে তখন কিছু কাজকর্ম করে। বিশ্বাসযোগ্য। মিজান অনেক দিন ধরে চেনে। কম করে হলেও পনের বছর। প্রথম দিকে তার নিজস্ব এপার্টমেন্ট ছিল, গার্ল ফ্রেন্ড ছিল, বেশ সুস্থ জীবন যাপন করত। কিন্তু তারপর ঠিক কি হল কে জানে, মদ খাওয়া বেড়ে গেল মাইকের, গার্লফ্রেন্ডের গায়ে হাত দেবার পর সেও লাথি মেরে সটকে পড়ে। বছর দশেক ধরে মাইকের জীবনের কোন ধরা বাঁধা গতি আছে বলে জানা নেই মিজানের। কিন্তু হাতের কাজ ভালো পারে। ইলেক্ট্রিক কাজ, প্লাম্বিং, মাটি কাটা, বাগান করা, কাঠ কাটা – যাবতীয় কাজ সে করতে পারে। তার কাজের রেটও খুবই সস্তা। মিজানের মত বেশ কয়েকজন ক্লায়েন্ট আছে তার। তাদের ফাই ফরমায়েশ খেটে কোনরকমে দিন গুজরান করে মাইক।

মিজান দু' দিন আগে ফোন করে তাকে আসতে বলেছিল। গাছটার একটা ব্যাবস্থা করতে হবে। লক্ষ্য করল গাছটা গতকালও যেখানে ছিল সেখান থেকে কম করে হলেও ফুট বিশেক সরে গেছে জংগলের দিকে। একটু অবাক হল মিজান। মাইক এতো তাড়াতাড়ি আসবে সে ভাবে নি। খবর দেবার দু'চার দিনের মধ্যে সাধারণত তার টিকি দেখা যায় না।

খাবার টেবিলে চুপচাপ বসে খাচ্ছে জুলেখা। গোছল করে একটা লাল-নীল ডোরা কাটা সুতির শাড়ী পরেছে। সোজা, ভেজা চুল তোয়ালে দিয়ে যতখানি সম্ভব শুকিয়ে পাট পাট করে আঁচড়িয়েছে। হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করতে শিখিয়ে দিয়েছে মিজান, কিন্তু জুলেখা ব্যবহার করে না। তার পছন্দ হয় না। চুল এমনিতেই শুকিয়ে যায়। সময় লাগে, কিন্তু শুকিয়ে যায়।

রান্নাঘরে ব্রেকফাস্ট আইল্যান্ড থাকলেও সেখানে প্রায় কখনই খায় না মিজান। তাদের এমন চমৎকার একটা ডাইনিং রুম আছে; দামী, দশ জনের বসার উপযোগী টেবিল।

সেখানে বসে খেতেই সে পছন্দ করে। জুলেখা রান্নাঘরের কাউন্টারে বসে খেতে পছন্দ করে, কিন্তু মিজানকে অযথা মনকষ্ট দিতে চায় না।

জুলেখাকে গোছল করতে দেখে মিজান নিজেই দ্রুত রান্না করেছে। সে ভালো রান্না করে, করতে পছন্দও করে। জুলেখা রান্নাঘরের কাজ কর্ম পারে, রান্নাবান্নাও কিছু পারে বলে মনে হয়, কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব একটা করতে দেখে নি মিজান। নতুন জায়গায় নতুন সংসারে কিছু সময়তো লাগবেই, নিজেকে বুঝিয়েছে মিজান। নায়লা বেঁচে থাকতেও অধিকাংশ সময় মিজানই রান্না করত। এটা তার কাছে কোন নতুন বিষয় নয়।

"মাছটা কেমন হয়েছে?" মিজান নরম গলায় জিজ্ঞেস করে।

নিঃশব্দে মাথা দোলায় জুলেখা। ভালো। মুখে কিছু বলে না। মিজান খেয়াল করেছে এটা জুলেখার একটা স্বভাব। কোন প্রশ্নের উত্তর সে ঝট করে দেয় না। ঘাড় নাড়িয়ে চালানোর চেষ্টা করে।

"আমার রান্না তোমার ভালো লাগে?"

আবার মাথা দোলায় জুলেখা। হ্যাঁ।

"আরেকটু ভাত দেব?"

মাথা নাড়ায় জুলেখা। না।

নিজের দিকে তীক্ষ্ণ নজর আছে জুলেখার। সে একহারা গড়নের, চমৎকার শারীরিক কাঠামো। মিজান এটা পছন্দ করে। সবারই উচিৎ শারীরিকভাবে সুন্দর এবং ফিট থাকার চেষ্টা করা। তার নিজেরই তো প্রায় ষাটের মত বয়েস হল, কিন্তু সে আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজের শরীর ঠিক রেখেছে, নিয়মিত ব্যায়াম করে। তাকে এখনও অনেক তরুণ দেখায় বয়েসের তুলনায়। জুলেখা তার দিকে তাকালে কি দেখে? সে কি বুঝে শুনেই এই বয়েসী লোকটাকে বিয়ে করেছিল? জিজ্ঞেস করেছে মিজান, কোন উত্তর কখনই পায় না।

"ও, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি," মিজান বলল। "মাইক এসেছিল নাকি? গাছটার ব্যবস্থা করবার জন্য ওকে আসতে বলেছিলাম।"

আবার নিঃশব্দে মাথা নাড়ে জুলেখা। একটু পরে নীচু গলায় বলল, "জানি না। ও তো চুপি চুপি কাজ করে চলে যায়।"

কথাটা ঠিক। কয়েক দিন আগে এসে ড্রাইভওয়ে থেকে জমে থাকা তুষার এবং বরফ সরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। এতো বড় ড্রাইভওয়ে একা একা পরিষ্কার করতে পারে না মিজান। মাইককে বললে সে একটা স্নো প্লাউ কারো কাছ থেকে ধার করে নিয়ে এসে সব পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। সাধারণত অনেক তুষার পড়লে তাকে ডাক দেয় মিজান। এপ্রিল মাসে তুষার খুব কমই পড়ে কিন্তু এবার হঠাৎ একদিন খুব তোড়জোড় করে পড়েছিল। জুলেখা আসার পর ঐ একদিনই পড়েছে। ভীষণ খুশী হয়েছিল জুলেখা। চারদিকে এমন সাদা ধবধবে হয়ে যেতে পারে সে চিন্তাই করতে পারে নি।

খাবার পর মাইককে ফোন দেবে, মনে মনে ভাবল মিজান। কথা ছিল মাইক গাছটাকে কেটেকুটে একেবারে নিয়ে যাবে। একপাশে সরিয়ে রেখে কি লাভ? একা একা মাইক এই গাছ কিভাবে সরালো সেটাও একটা প্রশ্নের ব্যাপার। মিজানের চেয়ে আরও বছর পাচেকের বড়ই হবে মাইক। লম্বা চওড়া, কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য দেখে আরও বুড়ো মনে হয়। হয়ত সাথে কাউকে নিয়ে এসেছিল।

ডিনার শেষ হতে সাতটা বাজল। মিজান ফিরতি পথে চকলেট কেক নিয়ে এসেছিল, সেটা পরিবেশন করল খাবার পর। জুলেখার খুব পছন্দ। কথাবার্তা অবশ্য প্রায় কিছুই হয় না। জুলেখা নিজের থেকে কখন কথাবার্তা শুরু করে না। মিজানকেই আলাপ চালাতে হয়। খাওয়া শেষ হলে বাইরের ডেকে গিয়ে বসল জুলেখা। সুর্যাস্ত হতে এখনও ঘন্টা খানেকের উপর বাকী। এদিকটাতে বসলে অবশ্য সুর্যাস্ত দেখা যায় না। কিন্তু আকাশের শেষ আলোটুকু দেখতে ভালোই লাগে। জুলেখাকে নিঃশব্দে বসে সামনের জংগলের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মুগ্ধ হল মিজান। কেমন মায়াময় একটা দৃশ্য! তার ইচ্ছে হল সেও তার পাশে গিয়ে বসে। কিন্তু সাহস হল না। তার উপস্থিতিতে জুলেখা নির্ঘাত নার্ভাস হয়ে পড়বে। কয়েকদিন আগে মিজান পাশে বসবার পর পাঁচ মিনিটও যায়নি, সে হঠাৎ উঠে চলে গিয়েছিল। তাকে বুঝতে পারে না মিজান। তার পুর্ণ মত নিয়েই বিয়ে করেছিল মিজান। কিন্তু এখন তার মনে প্রচুর সন্দেহ এবং প্রশ্ন। কোথায় যেন কি একটা সমস্যা রয়েছে। সে ঠিক ধরতে পারছে না। জুলেখাকে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। সে কোন উত্তর দেয় না।

থালা-বাসন খলিয়ে ডিশওয়াসারে ঢুকিয়ে দিয়ে মেশিন চালিয়ে দিল মিজান। মাইককে ফোন দিল। ধরল না মাইক। মিজান একটা ভয়েস মেইল রাখল তার জন্য। মাইক খুব সম্ভবত শুনবেই না। মিজানকেই আবার কল করতে হবে পরে একসময়। ব্যাটা পাঁড় মাতাল। কোথায় চিত পটাং হয়ে পড়ে আছে কে জানে?

ধীরে ধীরে সুর্যাস্ত গ্রাস করল চারদিক, পাখীরা কিচিরমিচির করে ফিরে গেল জঙ্গলে, দূর আকাশে নানা রঙের খেলা একটু একটু করে মুছে যেতে শুরু করল, আকাশে মিটি মিটি করে জ্বলা তারাগুলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে থাকে। আজ আকাশটা একেবারে ঝকঝকে করছে। কোথাও বিন্দুমাত্র কালো মেঘের চিহ্ন নেই। চাঁদের কোন নাম গন্ধ নেই। সাধারণত শহর থেকে একটু দূরে হওয়ায় চাঁদ এবং তারা দেখার জন্য চমৎকার জায়গা মিজানের এই বাড়ী। এমন নিরালা করে প্রকৃতিকে আবিষ্কার করার এর চেয়ে ভালো স্থান খুব একটা পাওয়া যাবে না এই এলাকায়।

একটু দ্বিধা দ্বন্দ্ব করে বাইরে ডেক-এ এসে জুলেখার পাশে একটা চেয়ারে বসেই পড়ল মিজান। সে তার বিবাহিতা স্ত্রী। তার সাথে ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা করাটা তার জন্য এখন কর্তব্যের মত। বছর খানেক হল বিয়ে হয়েছে। কাগজ পত্র করতে করতে প্রায় বছর খানেকই লেগে গেল। ইতিমধ্যে সে একবার দেশে গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য কিন্তু সেই সময় খুব একটা ঘনিষ্ট হবার সুযোগ হয় নি। জুলেখা হতে চায়নি। মিজান জোর জবরদস্তি করবার কোন চেষ্টা করে নি। সে ধরেই নিয়েছিল ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। জুলেখার লজ্জা নিশ্চয় ভাঙবে, সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

"আজ মনে হচ্ছে চাঁদ উঠবে না," তারা ভরা আকাশটাতে চোখ বুলাতে বুলাতে মৃদু কণ্ঠে বলে মিজান।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের দিকেই তাকিয়ে ছিল জুলেখা। সূর্যের শেষ আলোটুকু পরিপূর্ণ ভাবে মুছে যাবার পর আকাশটা যেন হঠাৎ করেই বহুগুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেদিকে দৃষ্টি যায় শূধু অসংখ্য নক্ষত্রের গুচ্ছ! "আজ অমাবস্যা," জুলেখা মৃদু গলায় বলে।

"তাই নাকি? এই জন্য আকাশটা আজ এমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে! খুব ভালো লাগছে দেখতে, তাই না?" আবেগ ভরে বলে মিজান। একটা সময় ছিল যখন মিজানও হাঁ করে ঘন্টার পর ঘণ্টা আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। তখন নায়লা বেঁচে ছিল, সুস্থ ছিল।
নিঃশব্দে মাথা দোলায় জুলেখা।
"তুমি গান গাইতে পার?" আলাপটা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করে মিজান।
নিঃশব্দে মাথা নাড়ে জুলেখা। সে গান গাইতে পারে না। গুন গুন করে কখন গান গায় না তা নয়, হয়ত শুনতে খারাপও লাগে না, কিন্তু সত্যিকারভাবে যাকে গান গাওয়া বলে তেমনটা সে কখনই গায় নি। অন্যের সামনে কখনই গায় না।
মিজান তাতে একটুও দমল না। "নো প্রবলেম। আমিই গাইব তাহলে। আমার গলা একেবারে মন্দ না। রবি গুরুর 'আজ জোৎস্না রাতে' গানটা শুনেছ না, দাঁড়াও ওটাই গাই।"
"আজ জোৎস্না না, অমাবস্যা," মৃদু গলায় তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় জুলেখা।
হেসে শ্রাগ করে মিজান। "কি আসে যায় তাতে? জোৎস্নাও সুন্দর, অমাবস্যার রাতে তারা ভরা আকাশও সুন্দর।"
সে সত্যি সত্যিই খুব দরদ দিয়ে 'আজ জোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে' গাইতে শুরু করল। তার গলা খুব মন্দ নয়। কানে খোঁচা দেয় না। ধৈর্য ধরে কিছুক্ষন শোনে জুলেখা। হঠাৎ তীব্র বাতাসের ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে ওঠে ঘন বন, সাগরের ঢেউয়ের মত আলোড়ন তোলে গাছের ডগায়, পাতায় পাতায় বাতাসের গর্জন। চমকে ওঠে জুলেখা, চারদিকে তটস্থ ভঙ্গীতে তাকায়, দুরের অন্ধকারে উদবিগ্ন দৃষ্টি মেলে কিছু দেখে; চঞ্চল বাতাসে ঘুড়ির মত উড়ছে তার ছাড়া চুল। সে হঠাৎ নিজের আসন ছেড়ে উঠে পড়ে। ত্রস্ত পায়ে ভেতরে চলে যায়।
"কোথায় যাচ্ছ?" মিজান অবাক হয়ে জানতে চায়। "ভয়ের কিছু নেই। একটু জোর বাতাস হচ্ছে।"
কোন উত্তর দেয় না জুলেখা, এক রকম দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে তার শোবার ঘরের দিকে চলে যায়। মিজান ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারে না। হঠাৎ জুলেখার এমন ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে উঠবার কি কারণ? সে গ্রামের মেয়ে। বাতাসের ঝাপটায় ভয় পাবার তো কোন কারণই থাকতে পারে না। সে গান থামিয়ে আরও কিছুক্ষন একাকী বসে থাকল। এই অল্প বয়স্ক মেয়েটাকে সে একেবারেই বুঝতে পারছে না। কোথাও কিছু একটা সমস্যা আছে কিন্তু সে ঠিক ধরতে পারছে না। কেউ তাকে কিছু বলেও নি। পুরোটাই তার নিজের মনের ভুলও হতে পারে। অসম্ভব নয়। হলেই ভালো। এই বয়েসে আর নতুন করে কোন সমস্যায় সে পড়তে চায় না।